তারিখ 01 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৮৬ কলাম ২

দৈনিক
ইনকিলাব

গৌরবোজ্জ্বল ১৭ বছর

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. গোলাম ফারুক

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থা, সেশনজট ও রাজনীতিমুক্ত দেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। গত ২৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রমে ১৮ বছরে পদার্পণ করলো। ১৯৯০-৯১ শিক্ষাবর্ষে ৪টি ডিসিপ্লিনে মাত্র ৮০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০২ সালে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। তারপর থেকে প্রতি বছর ২৫ নভেম্বর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত মঙ্গলবার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, আনন্দঘন পরিবেশ ও নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস।

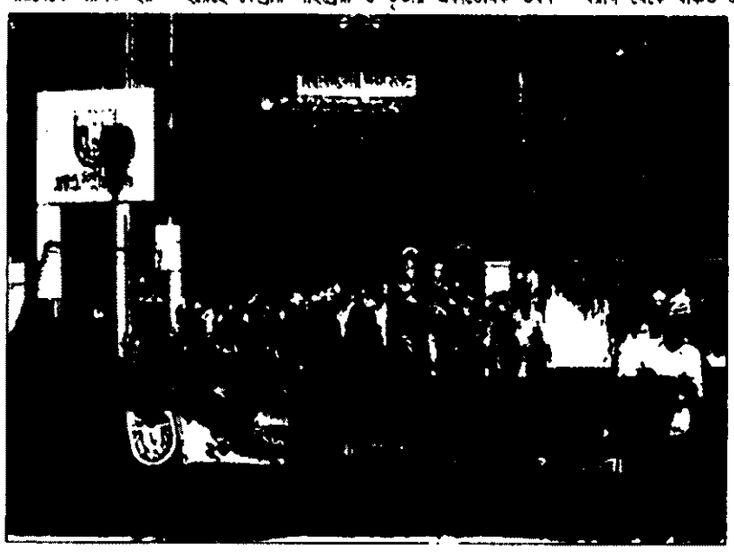

অবস্থান

খুলনা মহানগরী থেকে ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে ময়ূর নদীর তীরে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংলগ্ন এক মনোরম পরিবেশে গল্লামারীতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অবস্থিত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিক্রম। কারণ আধুনিক বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এখানে রয়েছে পর্যাপ্ত কম্পিউটার সম্বলিত কম্পিউটার ল্যাব, হাই-স্পীড ইন্টারনেট সংযোগ, সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি এবং শিক্ষা সহায়ক যাবতীয় উপকরণ। যুবি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল একদল দক্ষ ও মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন জনসম্পদ জাতিকে উপহার দেয়া। যারা সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অনুষদ ও প্রোগ্রামসমূহ

বর্তমানে এখানে ৫টি স্কুলের অধীনে ১৬টি ডিসিপ্লিনে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখান থেকে নিয়মিত ব্যাচেলর ডিগ্রী, ব্যাচেলর অব অনার্স ডিগ্রী, মাষ্টার্স ডিগ্রী, এম-ফিল এবং পিএইচ-ডি প্রদান করা হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বুয়েটের পরই ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি চালু হয়।

বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যালয় স্কুলের অধীনে রয়েছে আর্কিটেকচার, আরবান এন্ড রুরাল প্লানিং, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও গণিত ডিসিপ্লিন। ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের অধীনে আছে ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিন। জীববিজ্ঞান স্কুলের অধীনে রয়েছে ফরেস্ট্রি এন্ড উড টেকনোলজি, ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রোটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফার্মেসী ও সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিন। কলা ও মানবিক স্কুলের অধীনে রয়েছে ইংরেজী ডিসিপ্লিন এবং সমাজবিজ্ঞান স্কুলের অধীনে আছে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান ডিসিপ্লিন। উক্ত ডিসিপ্লিনগুলোর মধ্যে আরবান এন্ড রুরাল প্লানিং, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দেশে প্রথম এখানে চালু হয়।

এছাড়া সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাডিজ অন দি সুন্দরবনস (সিআইএসএস), রিসার্স সেল, মডার্ন ল্যাংগুয়েজ সেন্টার ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ শিক্ষা ও গবেষণা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভৌত কাঠামো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রয়েছে দুটি একাডেমিক ভবন, দুটি প্রশাসনিক ভবন, ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন, তিনটি আবাসিক হল, মেডিকেল সেন্টার, অগ্রণী ব্যাংক শাখা, ডাকঘর, মসজিদ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নবনির্মিত বাসভবন। ইতোমধ্যে শাহীদ ইসলাম গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও তৃতীয় একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ। ক্যাম্পাসের বাইরে শহরে অবস্থানরত ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য রয়েছে বিআরটিসির ২টি দ্বিতল বাস ও ভাড়া করা ২টি বাসসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ১০টি পরিবহন। এছাড়া ক্যাম্পাসে একটি স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রোটারী ক্লাবের সাথে যৌথ উদ্যোগে একটি কমিউনিটি হাসপাতাল নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে।

সহশিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও মানবিক গুণাবলীর সৃষ্ট বিকাশের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকটি ক্লাব বা সোসাইটি রয়েছে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে তারা নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করে। এর মধ্যে বিএনসিসি, যুব রেড ক্রিসেন্ট, প্রেসক্লাব, ডিবেটিং সোসাইটি, নাট্য সংগঠন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সকলের যৌথ প্রচেষ্টা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা ও প্রসারতার দিক লক্ষ্য রেখে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিকুলাম সময়োপযোগী করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অর্গানোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যমান একাডেমিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণীত এ অর্গানোগ্রামে ৩১৯ জন অধ্যাপকের পদসহ ১৩৬৪ জন শিক্ষক, ২৮৮ জন কর্মকর্তা, ৬১০ জন তৃতীয় ও ৬৯০ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। শিক্ষা সাফল্যের ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ ৬ বছর পর গত বছরের ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১,৪৫৩ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীকে এই সমাবর্তনে ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। স্বর্ণপদক দেয়া হয়েছে ১৯ জন কৃতী শিক্ষার্থীকে। এর আগে ১৯৯৭ সালের ১০ এপ্রিল প্রথম এবং ২০০১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারীতে দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক সাফল্য ও সুনাম ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকলেও সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধা সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমিত সম্ভাবনা থাকলেও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন বরাদ্দ না পাওয়ায় তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তবে আশার কথা, অতীতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে সম্প্রতি কার্যকর কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

যেমন প্রায় ১১০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে একটি বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা ইতিমধ্যে নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে পেশ করা হয়েছে এবং তা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়। এই বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। চলতি উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নে প্রস্তাব রেখে এই নতুন প্রকল্পের আরও ১৫ একর জমি অধিগ্রহণ, নতুন একটি (চতুর্থ) একাডেমিক ভবন নির্মাণ, আরও ১টি ছাত্র হল এবং ১টি ছাত্রী হল নির্মাণ প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া একটি অডিটরিয়াম নির্মাণ, একটি ডরমেটরী ভবন, ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণ, গেস্ট হাউজ কাম ক্লাব নির্মাণ, কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি ও কম্পিউটিং ভবন নির্মাণ, Effluent ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ ও মাটি ভরাট, কেন্দ্রীয় জিমনেসিয়াম ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ডিজিটাল পিএবিএক্স লাইন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, খেলার মাঠ উন্নয়ন এবং বৈদ্যুতিক লাইন প্রসার নতুন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেবল সরকারী আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সম্ভাব্যদাতা সংস্থা, দেশ এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও সংগঠনের সহায়তায় কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নের সহায়তা পাওয়া যায় সে বিষয়ে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি প্রাকৃতিক লেক উন্নয়নে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. সাইফুদ্দিন শাহ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে চাই। এ লক্ষ্যে শুরু হয়েছে আমাদের নতুন অভিযাত্রা। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন পাঁচটি ডিসিপ্লিন চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এখন থেকে প্রায় প্রতি বছরই নতুন নতুন ডিসিপ্লিন, ইনস্টিটিউট চালু করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ১১০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ গৃহীত বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারী বরাদ্দ পাওয়া গেলে আগামী ৩-৪ বছরের মধ্যে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।